প্রথম আলো

তারিখ 24 FEB 2014
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ২

প্রথম আলো

আওয়ামী লীগের দ্বন্দ্বে ছাত্রলীগে সংঘর্ষ

আত্মঘাতী ছাত্ররাজনীতি বন্ধ হোক

খুলনার আযম খান সরকারি কমার্স কলেজ ছাত্রলীগে গত শনিবার যে রক্তাক্ত সংঘর্ষের ঘটনাটি ঘটেছে,
তার জন্য কোনো পক্ষ স্বাধীনতাবিরোধী শক্তিকে দায়ী করেনি। বরং ছাত্রলীগের বিবদমান দুই পক্ষ একে
অপরের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী লালন, কলেজগুলোকে মাদকের আখড়ায় পরিণত করা, অবৈধ অস্ত্রের ব্যবহার
ও বহিরাগতদের নিয়ে হামলা চালানোর অভিযোগ এনেছে।
এর মাধ্যমে তারা স্বীকার করে নিয়েছে যে এই অপকর্মগুলো বঙ্গবন্ধুর আদর্শের নামধারী সংগঠন
ছাত্রলীগের নামেই করা হয়েছে। আরও উদ্বেগের বিষয় হলো, এই অপকর্মের পেছনে খুলনা আওয়ামী
লীগের দুই গ্রুপের ইন্ধন রয়েছে, যার একটির নেতৃত্ব দিচ্ছেন খুলনার সাবেক মেয়র তালুকদার আবদুল
খালেক এবং অপরাংশের নেতৃত্ব দিচ্ছেন সাংসদ মিজানুর রহমান।
শনিবার খুলনায় ছাত্রলীগের সমাবেশ করার নামে নেতা-কর্মীরা যে অঘটন ঘটিয়েছেন, তার সঙ্গে
ছাত্ররাজনীতির কোনো সম্পর্ক নেই। ছাত্ররাজনীতি হবে ছাত্রদের কল্যাণে এবং ছাত্রদের দ্বারা পরিচালিত
শিক্ষাব্রতী কর্মকাণ্ড। কিন্তু আযম খান কলেজের উল্লিখিত কর্মকাণ্ড ছিল ব্যক্তি ও গোষ্ঠীস্বার্থে।
ছাত্ররাজনীতিতে নীতি ও আদর্শের চরম আকালের কারণেই এমনটি হতে পেরেছে।
যেহেতু ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কেউ কেউ এই উপদলীয় কোন্দলে জড়িত, সেহেতু তাঁদের
কাছে এর প্রতিকার আশা করা যায় না। এমনকি প্রতিকার করার মতো নৈতিক অবস্থান তাঁদের আছে কি
না, সে ব্যাপারেও সংশয় আছে। কিন্তু আযম খান কলেজ কর্তৃপক্ষের নিশ্চয়ই একটি দায়িত্ব আছে, যা
তারা বিস্মৃত হতে পারে না। ছাত্র নামধারী কতিপয় ব্যক্তির বেপরোয়া আচরণের কারণে একটি
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের হাজার হাজার শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন অনিশ্চয়তার মধ্যে ঠেলে দেওয়া যায় না।
আশা করি, কলেজ কর্তৃপক্ষ সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে সমাবেশের নামে ছাত্রলীগের যেসব নেতা-কর্মী
সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছেন এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির ভাবমূর্তি নষ্ট করেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা
নেবে। প্রয়োজনে তাঁদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে বহিষ্কার করতে হবে। কতিপয় ছাত্র নামধারীর কারণে
সাধারণ শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন অনিশ্চয়তার মধ্যে ঠেলে দেওয়া যায় না। এই আত্মঘাতী ছাত্ররাজনীতি
বন্ধ হোক।